

৬ই অক্টোবর, ১৯৯৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৬৪তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

৬ই অক্টোবর, ১৯৯৮ ইং তারিখে যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৬৪তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে বর্ণিত আছে।

সভার শুরুতে সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ৬৩তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। ৬৩তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন মন্তব্য না থাকায় তা সর্বসম্মতভাবে নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচী-২ : বঙ্গবন্ধু সেতু প্রকল্পের ঠিকাদারদের Claim/Dispute নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প মূলত ৪(চার)টি চুক্তিতে বাস্তবায়িত হয়েছে। কাজ বাস্তবায়নকালে ৪(চার)টি চুক্তির আওতায় বহ “Claim” এর উপর হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক Claim মূল্যায়ন কোন পক্ষের নিকট যদি গ্রহণযোগ না হয় তবে চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী উক্ত Claim নিষ্পত্তি করার জন্য প্রথমত: Dispute Review Board (DRB)-এ আবেদন করা হয়। DRB চুক্তিতে বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুপারিশ প্রদান করে থাকে। কিন্তু DRB-এর সুপারিশ যদি কোন পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে বিমত পোষণকারী পক্ষ ICC-এর কাছে Arbitration এর জন্য আবেদন করে। তিনি আরো জানান যে, চারটি চুক্তিতে এ পর্যন্ত দাবীকৃত ৫০টি Claim এর মধ্যে মাত্র ৮টি Claim চুক্তিতে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। কাজেই উভয় প্রক্রিয়া বিশেষ করে Arbitration এর মাধ্যমে Claim/Dispute নিষ্পত্তি করা খুবই সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয় বহুল। আর এ কারণেই দাতা সংস্থাসমূহের পরামর্শক্রমে যবসেক-এর ৬৩তম বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে DRB ও Arbitration এর মাধ্যম ছাপিত রেখে ঠিকাদারের সাথে Negotiation এর মাধ্যমে Claim নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। নির্বাহী পরিচালক আরো উল্লেখ করেন যে, ঠিকাদারের সাথে Negotiation এর ব্যাপারে দাতা সংস্থাসমূহের মতামত চাওয়া হলে বিশ্বব্যাংক জানায় যে, এ Negotiation আলোচনায় তারা observer হিসাবে উপস্থিত থাকতে পারে, কিন্তু Negotiation-এ সরাসরি অংশগ্রহণ করবে না। অপরপক্ষে ADB দাতা সংস্থার অংশগ্রহণ ছাড়াই সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের সমরোতার মাধ্যমে Claim সমূহ নিষ্পত্তির জন্য পরামর্শ দিয়েছে।

২। নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে চারটি কন্ট্রটের ঠিকাদারগণ কর্তৃক অতিরিক্ত Claim-এর পরিমাণ প্রায় ৫৯১.৩৫ কোটি টাকা। তাই এই সমস্ত Claim/Dispute নিষ্পত্তি করার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি Claim-এর ভিত্তি সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য, তার যথার্থতা এবং নির্ভুল মূল্যায়ন। ঠিকাদারদের সাথে Negotiation করার জন্য সিএসসি কর্তৃক Position paper তৈরী এবং পরবর্তীতে তা একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি দ্বারা মূল্যায়ন করার বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক গুরুত্ব আরোপ করেন। এ বিষয়ে সভায় অন্যান্য সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন।

৩। বিস্তারিত আলোচনাতে এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

(ক) যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের চারটি চুক্তির ঠিকাদারগণ কর্তৃক চুক্তি বহির্ভূত অতিরিক্ত দাবী (Claim) সম্পর্কে সিএসসি Position paper প্রস্তুত করে যবসেকের কাছে দাখিল করবে।

(খ) উপরোক্ত Position paper ও Claim পর্যালোচনা, মূল্যায়ন, নির্ধারণ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিষ্পত্তি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করতে হবে। সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (আহবায়ক), ভারপ্রাপ্ত সচিব, যমুনা সেতু বিভাগ

এবং নির্বাহী পরিচালক, জেএমবিএ (সদস্য), অতিরিক্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় (সদস্য), আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিবের নীচে নয়) সদস্য, বুয়েটের অধ্যাপক ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী (সদস্য) এবং ডঃ আইনুন নিশাত (সদস্য) উক্ত কমিটি জেএমবিএ-র পক্ষে Negotiation চূড়ান্ত করবে।

(গ) প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে Facilitator নির্বাচন করতঃ কর্তৃপক্ষের বোর্ডের অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।

(ঘ) ঠিকাদারদের সাথে Claim/Dispute সংক্রান্ত বিষয়ে ডিসেম্বর' ৯৮ এর মধ্যে Negotiation সম্পন্ন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) জেএমবিএ এবং ঠিকাদারদের মধ্যে Negotiation এর মাধ্যমে Claim সমূহ নিষ্পত্তি হলে যবসেক-এর বোর্ড কর্তৃক তা অনুমোদন করতঃ অর্থ ও আইন মন্ত্রণালয়ে মতামতের জন্য পেশ করতে হবে এবং পরবর্তীতে সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।

আলোচ্যস্টী-৩ : চুক্তি নং-৩ ও ৪ এর ঠিকাদার মেসার্স সামওয়ান কর্পোরেশনের সাথে জেএমবিএ'র ভ্যাট সংক্রান্ত আইসিসি আর্বিট্রেশন মামলার এওয়ার্ড-এর বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের চুক্তি নং-৩ ও ৪ এর ঠিকাদার মেসার্স সামওয়ান কর্পোরেশন বনাম জেএমবিএ-এর আর্বিট্রেশন মামলার এওয়ার্ড International Court of Arbitration-এর ২২শে জুলাই, ১৯৯৮ ইং তারিখের পত্রে মাধ্যমে পাওয়া গেছে। জেএমবিএ-র পক্ষে নিয়োজিত আর্বিট্রেশন মামলার কাউন্সিলার ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এওয়ার্ডটি গত ২৬শে জুলাই, ১৯৯৮ ইং তারিখে জেএমবিএ-র নিকট প্রেরণ করেন। আইসিসি-র তিনি সদস্য বিশিষ্ট আর্বিট্রেশন ট্রাইব্যুনালের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জেএমবিএ-র বিপক্ষে এওয়ার্ড দিয়েছেন। অন্য একজন সদস্য জনাব এ, কে, এম, সাদেক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কর্তৃক প্রদত্ত এওয়ার্ডের বিপক্ষে dissenting opinion দিয়েছেন।

২। নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, মেসার্স সামওয়ান কর্পোরেশন কর্তৃক জেএমবিএ-র বিরুদ্ধে রাজ্যকৃত মামলার এওয়ার্ড এর উপর গত ২/৮/৯৮ ইং তারিখে মতামত দেয়ার জন্য যথাক্রমে ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা, ন্যাশানাল বোর্ড অব রেভিনিউ (এনবিআর), আইন মন্ত্রণালয় ও আইন উপদেষ্টা নিকট পাঠান হয়। তবে তিনি জানান যে এনবিআর এর নিকট হতে কোন মতামত আহবান করা হয়নি। শুধু আইনানুগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। মামলার এওয়ার্ডের উপর ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা, আইন মন্ত্রণালয় এবং আইন উপদেষ্টার মতামত জেএমবিএ-র হস্তগত হয়েছে। ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা, আইন মন্ত্রণালয় ও আইন উপদেষ্টার মতামতের বিষয়বস্তুগুলো তিনি সংক্ষিপ্ত আকারে সভায় তুলে ধরেন। আইন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, “আইসিসি রুলস্ অব আর্বিট্রেশনের ১৯ এবং ২৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোর্ট অব আর্বিট্রেশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ আর্বিট্রেটরদের প্রদত্ত এওয়ার্ড চূড়ান্ত বিবেচিত হওয়ায় ইহার বিরুদ্ধে কোন পক্ষের অন্য কোন ফোরাম বা কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করার সুযোগ নাই, তবে যেহেতু উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির Part-II conditions of particular Application এর ক্লজ ৫(১) (বি) অনুসারে চুক্তিটিকে বাংলাদেশের আইনের অধীনে করা হইয়াছে সেহেতু চুক্তিটির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আইন প্রযোজ্য হইবে। ক্লজ ৫(১) (বি) নিম্নরূপ : Clause-5 language and law (1)(b) The law to which the contract is to be subject and according to which the contract is to be construed shall be the law for the time being inforce in Bangladesh. সুতরাং উপরোক্তিত ক্লজ ৫(১) (বি) অনুসারে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব আর্বিট্রেশন কর্তৃক ঘোষিত এওয়ার্ডটিকে বাংলাদেশে প্রযোজ্য The Arbitration Act, 1940 এর সেকশন ১৭ এর বিধান অনুসারে রুলস্ অব দি কোর্ট করার জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে দাখিল করিতে হইবে। এওয়ার্ডটিকে রুল অব দি কোর্ট করার জন্য আদালতে দাখিল করার পর উক্ত আইনের ১৯ ধারার বিধানমতে আইনত সুযোগ থাকিলে প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বর্তমান ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ যমুনা

মালটিপারপাস ব্রীজ অধিবর্টিটি এর পক্ষ হইতে এওয়ার্ডটি রাদ/রহিত এবং বাতিল ঘোষণার দাবী করিয়া প্রতিকার চাহিবার সুযোগ আছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।”

৩। অনুরূপভাবে নির্বাহী পরিচালক আইন উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদ-এর মতামতও সভায় তুলে ধরেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, এওয়ার্ড কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তা সকল ঠিকাদার পর্যবেক্ষণ করবে। বাংলাদেশে যে সকল আস্তর্জাতিক ঠিকাদার কাজ করবে তাদের জন্য এর বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সভায় সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এ মর্মে একমত পোষণ করেন যে, যেহেতু আইন উপদেষ্টা ও আইন মন্ত্রণালয় মতামত ব্যক্ত করেছে যে, বাংলাদেশে বলবৎযোগ্য কোন এওয়ার্ডকে অবশ্যই The Arbitration Act, 1940 এর আওতায় কোর্টের ডিক্রীর জন্য আবেদন করতে হবে এবং এওয়ার্ডকে চ্যালেঞ্জ করার সময় তখনই আসবে যখন সামওয়ান আদালতের ডিক্রীর জন্য আবেদন করবে। তাছাড়া আবেদনের পর কোর্ট জেএমবিএ-কে নোটিশ ইস্যু করবে এবং জেএমবিএ ৩০ দিনের মধ্যে এওয়ার্ড বা এর কোন অংশ বাতিলের (Set aside) জন্য আবেদন করতে পারবে, যা limitation Act, 1908 তে সময়সীমা নির্ধারণ করা আছে। কাজেই সামওয়ান কর্পোরেশন ভ্যাট সংক্রান্ত মামলার বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে সেটা জেএমবিএ-কে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং এরপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪। আলোচনাত্তে এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হোক। আইন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

আলোচনাটী-৪ : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ রেঙ্গলেশন, ১৯৯৮ এর খসড়া তৈরীর সম্মানীর বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় পেশ করেন। তিনি সভাকে জানান যে, বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল কুদুস চৌধুরী যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের অধ্যাদেশের সংশোধনী খসড়া তৈরী করেছিলেন। সংশোধনীটি জাতীয় সংসদের গত অধিবেশনে উত্থাপিত হয়েছে। সংশোধনীর খসড়া তৈরীর জন্য বিচারপতি চৌধুরীকে ঘন্টায় ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা হারে প্রতিদিন সর্বোচ্চ ৮(আট) ঘন্টার জন্য সম্মানী দেয়া হয়েছিল, যা পরবর্তীতে জেএমবিএ-র ৬০তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়।

২। নির্বাহী পরিচালক আরো জানান যে, অধ্যাদেশের সংশোধনীর আলোকে রেঙ্গলেশন (যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ রেঙ্গলেশন, ১৯৯৮) তৈরী করা হয়। তার খসড়াও বিচারপতি চৌধুরীকে দিয়েই করানো হয়। এ কাজের জন্যও বিচারপতি চৌধুরী পূর্বের ঘন্টায় ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা হারে (দৈনিক সর্বোচ্চ আটঘন্টা) সম্মানী দাবী করেছিলেন। তাঁর দাবীর প্রেক্ষিতে মোট ২০ দিনের জন্য তাঁকে ৩,২০,০০০/- (তিনি লক্ষ বিশ হাজার) টাকা পরিশোধ করা হয়। তিনি আরো জানান যে, বিচারপতি মোহাম্মদ চৌধুরী প্রচুর পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ নতুন একটি রেঙ্গলেশনের খসড়া তৈরী করেছেন। খসড়া বর্তমানে আইন উপদেষ্টা ও প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত ঠিকাদার জোমাক (JOMAC, O&M Contractor) এবং তার উপদেষ্টার মতামতের জন্য পাঠানো হয়েছে। মতামত প্রাপ্তির পর চূড়ান্ত খসড়া পরবর্তী বোর্ড সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

৩। আলোচনাত্তে এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল কুদুস চৌধুরীকে ঘন্টায় ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা হারে সম্মানী প্রদানের ঘটনাত্তের অনুমোদন দেয়ার বিষয়ে বোর্ড সম্মতি প্রদান করে।

আলোচ্যস্টী-৫ : জেএমবিএ-এর ১৯৯৭-৯৮ ইং আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিরাগত অডিটর নিয়োগ করার বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় পেশ করেন। তিনি জানান যে, জেএমবিএ অধ্যাদেশ নং XXXIV ১৯৮৫ এর অনুচ্ছেদ নং ১৮(২) অনুযায়ী দু'টি চাটার্ড একাউটেন্ট ফার্ম দ্বারা কর্তৃপক্ষের বাংসরিক হিসাব নিরীক্ষার বিধান রয়েছে এবং সেই বিধানের আলোকেই কর্তৃপক্ষের প্রতি বৎসরের বার্ষিক হিসাব দু'টি চাটার্ড একাউটেন্ট ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আর্থিক বৎসর শেষ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত হিসাবের অডিট রিপোর্ট তৈরী করে তাদের নিকট পেশ করা হয়। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক সাল হতে ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক সাল পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অডিটর নিয়োগ করে নিরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং উক্ত সময় পর্যন্ত অডিটেড একাউটেস্যু এ সমস্ত ফার্মের নিকট থেকে পাওয়া গেছে। ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বৎসরের হিসাব ডিসেম্বর' ৯৮ এর মধ্যে নিরীক্ষণ সম্পাদনের লক্ষ্যে অডিটর নিয়োগ করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

২। জেএমবিএ-র ৫০তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতি এক বৎসর পর বর্তমানে নিয়োজিত দু'টি ফার্মের মধ্যে একটি করে পরিবর্তন করতে হবে। নির্বাহী পরিচালক সে মোতাবেক যে সকল ফার্ম ১৯৮৫-৯৬ সাল হতে ১৯৯৬-৯৭ সাল পর্যন্ত বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করেছে তাদের একটি তালিকা সভায় তুলে ধরেন। বোর্ডের সকল সদস্যবৃন্দের সুপারিশ অনুযায়ী একটি পুরানো ফার্ম মেসার্স হাওলাদার ইউনুচ এন্ড কোং এবং নতুন ফার্ম হিসেবে তোহা আনোয়ার এন্ড রফিক কোং-কে ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক সালের জন্য প্রস্তাবিত হারে কর্তৃপক্ষের অডিটর হিসেবে নিয়োগ করার বিষয়ে ঐকমত্য হয়।

৩। আলোচনাতে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

জেএমবিএ-র ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিরাগত অডিটর হিসেবে পুরানো ফার্ম মেসার্স হাওলাদার ইউনুচ এন্ড কোং এবং নতুন ফার্ম তোহা আনোয়ার এন্ড রফিক কোং প্রত্যেক ফার্মকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হারে বাংসরিক ফি প্রদানের শর্তানুসারে নিয়োগ দেয়ার বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যস্টী-৬ : ২নং চুক্তির Variation Order No. 13 : Additional Security Measures-এর বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, নির্মাণ তদারকী উপদেষ্টা (সিএসসি) ১৭ই মে, ১৯৯৮ ইং তারিখে লেখা এক পত্রের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের নিকট ১৩,৪৪৭,১০৯.০০ কোটি টাকার VO No. 13 : Additional Security Measures অনুমোদনের জন্য দাখিল করে। তিনি সভায় আরো জানান যে এই VO-তে Upgraded Security Fencing to Housing & Offices, Guard House এবং Police Station East & West Bank এর কাজে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই এই VOটি যাচাই করে জেএমবিএ হতে জুন ১০, ১৯৯৮ ইং তারিখে প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে সিএসসি হতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। সে পত্রের প্রেক্ষিতে সিএসসি জুলাই ২৮, ১৯৯৮ ইং তারিখে ব্যাখ্যা প্রদান করে জানায় যে, Sub-contractor এর নিকট হতে Lump sum Basis এ Quatation নেয়া হয় এবং তা যুক্তিযুক্ত হওয়ায় গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া সিএসসি এও জানায় যে, চুক্তির শর্ত মোতাবেক ইঞ্জিনিয়ার অনুমোদনক্রমে ঠিকাদার Housing এর Fencing এর কাজ করে। এই VOতে অন্তর্ভুক্ত কাজগুলো চুক্তি বহির্ভূত কাজ বলে এর ব্যয় এই VOতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অফিস এলাকার Security Fencing এবং Guard Shed নির্মাণের কাজ প্রথম দফায় Upgraded কাজ হিসেবে করা হয়। সিএসসি এও জানায় যে, অফিস এলাকায় কোন Temporary Fencing করা হয়নি। তাই এই কাজের (Security Fencing & Guard Shed নির্মাণ সংক্রান্ত) ব্যয় হতে ৩০% টাকা মূল টেক্কারে In built মূল্য হিসেবে বাদ দিয়ে বাকী খরচ এই VO-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জেএমবিএ-র সম্মতি ও চাহিদা অনুযায়ী পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে Police Station এর কাজ করা হয়। এ কারণে চুক্তিপত্র বহির্ভূত Police Station নির্মাণের ব্যয়ও এই VO-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২। নির্বাহী পরিচালক আরো উল্লেখ করেন যে, ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা (এমসি) এবং নির্মাণ তদারকী উপদেষ্টা (সিএসসি) এর ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করে VOT অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেছে। তবে সেতুর পূর্ব তীরে Police Station নির্মাণের ক্ষেত্রে ঠিকাদার on cost/overhead খরচ বাদ দিয়ে জেএমবিএ-র সাথে পূর্ব সময়োত্তা অনুযায়ী ২৯,০০,০০০.০০ (উনিশ লক্ষ) টাকা VOTে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করে। এমসির সুপারিশ অনুযায়ী সিএসসি ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ ইং তারিখে তাদের পত্রের মারফত ১২,০৯৯,৯৯৫.০০ টাকার সংশোধিত VOT দাখিল করেছে। তিনি এই মর্মে মত ব্যক্ত করেন যে, চুক্তিপত্র বহির্ভূত কাজের জন্য চুক্তি নং-২ এর মূল্য ১২,০৯৯.৯৯৫.০০ টাকা আরো বৃদ্ধি পাবে।

৩। এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

২নং চুক্তির Variation Order No. 13 : Additional Security Measures সংগ্রাহ কাজের জন্য ঠিকাদারকে ১,২০,৯৯,৯৯৫.০০ (এক কোটি বিশ লক্ষ নিরানবই হাজার নয়শত পঁচানবই) টাকা প্রদানের বিষয়ে বোর্ড অনুমোদন প্রদান করে।

আলোচ্যসূচী-৭ : অতঃপর নির্বাহী পরিচালক পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ইতিপূর্বে নিয়োগকৃত এনজিও (RDM) এর মেয়াদকাল বৃদ্ধির বিষয়টি সভায় পেশ করেন। তিনি এ সম্পর্কে জানান যে, সংশোধিত ও অনুমোদিত পুনর্বাসন এ্যাকশন প্লান (আরআরএপি), পুনর্বাসন কার্যক্রমের জটিলতা, যোগ্য জনবলের স্বল্পতা ইত্যাদি বিবেচনা করে পুনর্বাসন ইউনিটকে সহায়তা প্রদানের জন্য বাস্তবায়নকারী এনজিও নিয়োগ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ কাজে আরডিএম নিয়োগ প্রাপ্তির পর প্রকল্পের শুরু অর্থাৎ নভেম্বর, ১৯৯৩ সাল হতে বাস্তবায়নকারী এনজিও হিসেবে পুনর্বাসন ইউনিটের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে মাঠ পর্যায়ে পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

২। নির্বাহী পরিচালক আরো জানান যে, আরডিএম-এর সম্পাদিত চুক্তি গত ৩১/১২/৯৭ ইং তারিখে শেষ হওয়ার পর ৬(ছয়) মাসের জন্য চুক্তিপত্রের সময়সীমা বর্ধিত করা হয়। কিন্তু এ সময়ের মধ্যেও অবশিষ্ট কাজ যেমন : বদলী জমি ক্রয়, মার্জ অনুদান, ষ্ট্যাম্প ডিউটি ইত্যাদি প্রদান সংগ্রাহ কাজ সম্পূর্ণ সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। পুনর্বাসন ইউনিটের এই বাকী কাজগুলো করার জন্য ব্র্যাক-কে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু ব্র্যাক ইফ্যাপ (EFAP) প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যস্ত থাকায় তাদের পক্ষে আরআরএপি প্রকল্পে সম্পৃক্ত হওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে। কাজেই বাস্তবায়নকারী এনজিও হিসেবে আরডিএম-এর চুক্তির মেয়াদ ১(এক) বৎসর বৃদ্ধি এবং এ জন্যে ৬৫(পঁয়ষষ্ঠি) লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় প্রয়োজন। নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক পেশকৃত এই প্রস্তাবের সঙ্গে বোর্ডের সকল সদস্যবৃন্দ একমত পৌষ্ণ করেন।

৩। আলোচনাতে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ইতিপূর্বে নিয়োগকৃত এনজিও আরডিএম-এর চুক্তির মেয়াদ ১(এক) বৎসর বৃদ্ধি এবং এ বাবে ৬৫(পঁয়ষষ্ঠি) লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-৮ : অতঃপর পুনর্বাসন ইউনিটের ব্যবস্থাপনা পরামর্শক সংগ্রাহ বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, যমুনা বহমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ পুনর্বাসনের জন্য একটি এ্যাকশন প্লান (আরআরএপি) বাস্তবায়ন করছে। সংশোধিত পুনর্বাসন এ্যাকশন প্লানের বাস্তবায়নের কাজ বহুলাংশে সমাপ্ত হয়েছে। বিশেষতঃ যবসেক-এর পুনর্বাসন ইউনিট, বাস্তবায়নকারী এনজিওসমূহ এবং পুনর্বাসন উপদেষ্টাদের সহযোগীতায় এই কাজের অংশগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

২। নির্বাহী পরিচালক আরো উল্লেখ করেন যে, পুনর্বাসনের অনুমোদিত প্রকল্প ছক অনুযায়ী যবসেক-এর পুনর্বাসন কার্যক্রম আগামী ২০০০ সাল পর্যন্ত চলবে। এই সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। তাই অসমাপ্ত কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ব্যাপারে যবসেক-এর সার্বিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা/পরামর্শ দেয়ার জন্য একজন পরামর্শক নিয়োগ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পুনর্বাসন সংক্রান্ত কাজে সহায়তা করার জন্য ইতিপূর্বে দেশী ও বিদেশী পরামর্শক কর্মরত ছিলেন। কিন্তু গত ৩০/০৪/৯৭ ইং তারিখ থেকে কোন বিদেশী পরামর্শক নেই। যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের অর্থ সহযোগী সংস্থাসমূহ পুনর্বাসন কাজে পরামর্শক নিয়োগের ব্যাপারে বেশ তাগিদ দিয়ে আসছে। তাছাড়া তিনি আরো জানান যে, যবসেক-এর পুনর্বাসন প্রকল্পে পরামর্শক নিয়োগের জন্য দেশীয় সম্পদে অর্থায়নের ব্যবস্থা আছে। কাজেই বিদেশী পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনে সহায়তা/পরামর্শ দেয়ার জন্য বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ করার বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় প্রস্তাব করেন। তার প্রস্তাবের সাথে বোর্ডের সকল সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন।

৩। সভায় আলোচনাতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

- (ক) (ক) পুনর্বাসন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনে সহায়তা/পরামর্শ প্রদানের জন্য একজন বিদেশী পরামর্শক নিয়োগের বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- (খ) ব্যবস্থাপনা পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী একজন Expatriate Consultant-কে নিয়োগ দানের পূর্বে একটি সুনির্দিষ্ট TOR প্রণয়ন করতে হবে এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে বিষয়টি জ্ঞাত করতে হবে।
- (গ) প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর বিদেশী পরামর্শক নিয়োগদান করতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৯ : এই আলোচ্যসূচী অনুযায়ী যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের কারণে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ঝণ বিতরণ এবং আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, ইতিপূর্বে খোলা দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এনজিও নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যার প্রেক্ষিতে যবসেক-এর পুনর্বাসন ইউনিটে তালিকাভূক্ত এনজিও-দের নিকট থেকে দরপত্র আবহান করা হয়। বিভিন্ন এনজিও-দের নিকট হতে প্রাপ্ত দরপত্রগুলো চূড়ান্ত মূল্যায়নের পর যবসেক-এর ৫৭তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলে বোর্ড এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, সমগ্র কাজটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির (PAPs) সংখ্যার আনুপাতিক হারে নদীর পূর্ব তীরে DORP এবং পশ্চিম তীরে ASAUS-কে ভাগ করে দেয়া হবে।

২। যবসেক-এর বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্বতীরের কাজের জন্য DORP-এর সঙ্গে ইতোমধ্যেই চুক্তিগ্রস্ত স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং মার্চ, ১৮ইং হতে DORP-দু'টি প্রশিক্ষনের কাজ যথা HRD ও OSD শুরু করেছে। কিন্তু ASAUS প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে কালো তালিকাভূক্ত থাকায় এতদিন তার সাথে কোন চুক্তি সম্পন্ন করা যায়নি। এই মর্মে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, ASAUS উক্ত কালো তালিকার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করে এবং মাননীয় আদালত Stay order জারী করে। যার প্রেক্ষিতে ASAUS-কে এখন যবসেক-এর ৫৭তম বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিম তীরের কাজ দেয়া যায়। এই প্রস্তাবে বোর্ডের সকল সদস্যই একমত পোষণ করেন।

৩। সভায় এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

মাননীয় আদালতের Stay order এর প্রেক্ষিতে পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের পশ্চিম তীরের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ঝণ বিতরণ এবং আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য (এনজিও ASAUS-কে নিয়োগ দান বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।)

আলোচ্যসূচী-১৪ : বঙ্গবন্ধু সেতুতে Seismic Monitoring System এর Consultancy Service নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় উথাপন করেন। তিনি জানান যে, বঙ্গবন্ধু সেতু দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। সেতুটি দেশের স্পর্শকাতর ভূমিকম্প জোন D-তে অবস্থিত। তাই ভূমিকম্পের বিরুপ প্রভাব হতে এই সেতুকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় Base Isolation System সেতুতে স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু সেতু ডিজাইনে ভূমিকম্পের প্রভাব যথাযথভাবে প্রতিফলন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাবে উপাত্ত ও তথ্যাদি বর্তমানে বাংলাদেশে নেই। তিনি আরো জানান যে বিষয়টি বঙ্গবন্ধু সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় অনুধাবন করা হয়। শুধু তাই নয়, ৮ম মাইলস্টোন সভায় এই Seismic Monitoring System বঙ্গবন্ধু সেতুতে স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হয়। পুনরায় ৯ম মাইলস্টোন সভায়ও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং ঐ সভায় BUET কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবটি সংশোধনপূর্বক পুনরায় দাখিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২। নির্বাহী পরিচালক আরো উল্লেখ করেন যে, ৯ম মাইলস্টোন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে Seismic Monitoring এর উপর ১৮ই মে, ১৯৯৮ ইং তারিখে BUET একটি সংশোধিত প্রস্তাব পেশ করে যা যবসেক-এর ৬২তম বোর্ড সভায় এককালীন ব্যয় US\$ ৩,৭৬,০৮০.০০ ও টাকা ২৭,৭৬,০০০.০০ এবং আবর্তক (Recurring) বার্ষিক ব্যয় US\$ ১৮,৩২০.০০ ও টাকা ৯,২০,০০০.০০ বাবদ প্রাথমিকভাবে ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদের জন্য অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত মোট অর্থের পরিমাণ টাকা ২,৮৮,৭১,৪৪০.০০ (দুই কোটি আটাশি লক্ষ একাত্তর হাজার চারশত চল্লিশ) মাত্র। কিন্তু বোর্ড সভায় এ প্রস্তাবটি অনুমোদনের পর BUET-কে এ বিষয়ে খসড়া চুক্তি পেশ করতে বলা হলে তারা ১৫ই জুন, ১৯৯৮ইং তারিখে একটি খসড়া চুক্তি পেশ করে। তবে এই খসড়া চুক্তিতে BUET কিছু শর্তবলী যোগ করে যা BUET কর্তৃক দাখিলকৃত ৬২তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত সংশোধিত প্রস্তাবের মধ্যে ছিল না। তিনি জানান যে BUET কর্তৃক দাখিলকৃত চুক্তিতে লিপিবদ্ধ শর্তবলী হচ্ছে :
(ক) CD-VAT/CIF ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় যবসেক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সরাসরি প্রদান। (খ) Consultancy fees এর জন্য ৭% হারে Price Escalation এর সুবিধা প্রদান ইত্যাদি।

৩। এই মর্মে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, BUET কর্তৃক দাখিলকৃত খসড়া চুক্তিতে এককালীন প্রাকলিত ব্যয় দেখানো হয়েছিল US\$ ৩৭৬,০৮০.০০ ও টাকা ২৭,৬০,০০০.০০ এবং আবর্তক বাস্তবিক ব্যয় US\$ ১৮,৩২০.০০ এবং ৭% হারে Price Escalation হিসাবে Data processing Centre-এ নিয়োজিত লোকজনের বেতন বাবদ ৫(পাঁচ) বছরে মোট ৫১,৮৭,০৭৮.০০ এবং CD-VAT/CIF ইত্যাদি খরচ বাবদ এককালীন মোট ৯৪,১০,৫০০.০০ ও CD-VAT আবর্তক ব্যয় বাবদ বাস্তবিক ব্যয় ৪,৬৬,০৬১.০০ টাকা। কিন্তু গত সেপ্টেম্বর, ৯৮ ইং তারিখে কর্তৃক দাখিলকৃত Draft Agreement for the Consultancy Service for Seismic Instrumentation of Jamuna Multipurpose Bridge অনুসারে ব্যয় হবে US\$ ৪,৬৭,৬৪০.০০ এবং বাংলাদেশী টাকা ১,৯৬,৮৭,৮৮৩.০০ সহ মোট টাকা ৪,২১,৩৪,৬০৩.০০ (চার কোটি একুশ লক্ষ চৌক্ষি হাজার ছয়শত তিনি) মাত্র। অর্ধাৎ ৬২তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত প্রাকলিত ব্যয় অপেক্ষা সেপ্টেম্বর, ৯৮ মাসে BUET কর্তৃক পেশকৃত খসড়া চুক্তিতে টাকা ১,৩২,৬৩,১৬৩.০০ (এক কোটি বত্তিশ লক্ষ তেষটি হাজার একশত তেষটি) অতিরিক্ত ব্যয় ধরা হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে এই ১,৩২,৬৩,১৬৩.০০ টাকা ব্যয় বৃদ্ধির বেশী ভাগই (প্রায় ১.১৭ কোটি টাকা) CD-VAT জনিত এবং বাকীটুকু Price Escalation এর কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

BRTC (BUET) কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধিত ব্যয় ৪,২১,৩৪,৬০৩.০০ (চার কোটি একুশ লক্ষ চৌক্ষি হাজার ছয়শত তিনি) টাকা, যার মধ্যে CD-VAT বাবদ ১,১৭,৮০,৮০৫.০০ (এক কোটি সতের লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশত পাঁচ) ব্যয় সম্বলিত বঙ্গবন্ধু সেতুতে Seismic Monitoring System এর Consultancy Service সংক্রান্ত ৫(পাঁচ) বৎসর মেয়াদী চুক্তি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-বিবিধ-১ : পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী/সভাপতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জানান যে, দেশের সার্বিক যাতায়ত ব্যবস্থায় প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুর গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য সরকার ইতোমধ্যে TOR অনুমোদন করেছে এবং এ কাজের জন্য চলতি এডিপি-তে অর্থ সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে একটি Bankable document যা প্রকল্পের অর্থ যোগানে সহায়ক হবে জরুরী ভিত্তিতে তৈরী করা প্রয়োজন। আগামী শুক্র মৌসুমে এ সমীক্ষা পরিচালনার জন্য পরামর্শক নিয়োগ অপরিহার্য। এতদুদ্দেশ্যে নিয়মমাফিক পদ্ধতিতে যেহেতু পরামর্শক নির্বাচন সময় সাপেক্ষ, সেহেতু যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং নির্মাণ কাজের তদারকীর সাথে সম্পৃক্ত RPT/NEDECO/BCL প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে পদ্মা সেতুর প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা একটি যথোযুক্ত প্রস্তাব বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানটি যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের স্থান নির্বাচনের জন্য আরিচা ও মাওয়া সহ কয়েকটি করিতোরে জরিপ পরিচালনা করায় এ কাজে তাদের অভিজ্ঞতা আছে বিধায় প্রস্তাবিত সমীক্ষায় তা যথেষ্ট সহায়ক হবে।

২। জেএমবিএ-র প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক প্রণীত TOR -তে কিছু গরমিল থাকায় তা সংশোধনের জন্য তাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। সংশোধিত প্রস্তাব প্রাপ্তির পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।

৩। এ বিষয়ে সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্ত :

- (ক) পদ্মা সেতুর প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার নিমিত্তে ৪.৬৭ কোটি টাকার প্রস্তাব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- (খ) যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে নিয়োজিত RPT/NEDECO/BCL প্রতিষ্ঠান দ্বারা পদ্মা সেতুর প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- (গ) পদ্মা সেতুর উপর বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য পরামর্শক নির্বাচনকালে নিয়মমাফিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

আলোচ্যসূচী-বিবিধ-২ : মাননীয় মন্ত্রী/সভাপতি বঙ্গবন্ধু সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ/পরিচালনা এবং টোল আদায় সম্পর্কিত বিষয় সভায় উধাপন করেন। তিনি জানান যে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বঙ্গবন্ধু সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ে নিয়োজিত ঠিকাদার জোমাক (JOMAC)-এর বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ ছাপা হচ্ছে। তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। যার ফলে সেতুতে অবস্থিত মালামাল চুরির ঘবরও প্রকাশিত হচ্ছে। তাছাড়া সেতুর উপর দিয়ে জনসাধারনের অবাধ চলাকেরার কারণে সেতুর চারিদিকের পরিবেশ নোংরা হচ্ছে। ঠিকাদার জোমাক মেশিনের সাহায্যে টোল আদায় না করে Manual পদ্ধতিতে টোল আদায় করছে। ফলে টোল আদায়ে কারচুপি হচ্ছে বলে বিভিন্ন পত্রিকায় ঘবর ছাপা হচ্ছে। টোল আদায়ে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তি মোতাবেক প্রয়োজনীয় মেশিন যথাশীলভাবে ব্যবহার করার বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক O&M কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু সেতু যথাযথভাবে পরিচালনা/রক্ষণাবেক্ষণ এবং টোল আদায়ের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে সভাকে অবহিত করেন।



৩। এ বিষয়ে সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্ত :

- (ক) বঙ্গবন্ধু সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান জোমাকের (JOMAC) কাজের মান উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হবে।
- (খ) O&M ঠিকাদার JOMAC এর বঙ্গবন্ধু সেতু পরিচালনা/রক্ষণাবেক্ষণ এবং টোল আদায় সহ চুক্তি মোতাবেক অন্যান্য দায়িত্ব পালনের বিষয় একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে।
- (গ) বঙ্গবন্ধু সেতুতে মেশিন স্থাপনের মাধ্যমে টোল আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ তরাণিত করতে হবে।
- (ঘ) বঙ্গবন্ধু সেতুর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।
- (ঙ) জরুরী ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু সেতুতে "Weighing machine" স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ তরাণিত করতে হবে।
- (চ) CSC-এর নমুনা অনুযায়ী টোল আদায়ের জন্য ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে কাজ না করায় তাদের কাছ থেকে ব্যাখ্যা গ্রহণ করে পরবর্তী প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(আনোয়ার হোসেন) ২০. ১২. ১৮.
মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
যমুনা বঙ্গমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ

পরিষিক্ত-ক

৬ই অক্টোবর, ১৯৯৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের
৬৪তম বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবুন্দের নামের তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/সংস্থা
১।	জনাব সৈয়দ রেজাউল হায়াত সচিব	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২।	মেজর জেনারেল হাসান মশহুদ চৌধুরী সিজিএস চীফ অব জেনারেল ষ্টাফ	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।
৩।	জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ মহসীন অতিরিক্ত সচিব	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা।
৪।	জনাব গোলাম রহমান অতিরিক্ত সচিব	অর্থ বিভাগ, ঢাকা।
৫।	জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াব্দুদ প্রধান প্রকৌশলী	সড়ক ও জনপথ বিভাগ, ঢাকা।
৬।	ডঃ মোহাম্মদ শাহজাহান পিণ্ডই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৭।	ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী পিণ্ডই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৮।	ডঃ আইমুন নিশাত পিণ্ডই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৯।	ডঃ এম ফিরোজ আহমেদ পিণ্ডই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১০।	জনাব আবদুল কাদের মিয়া যুগ্ম-সচিব	যমুনা সেতু বিভাগ, ঢাকা।
১১।	জনাব ফারুক আহমদ সিদ্দিকী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১২।	জনাব এ, কে, এম, শামসুজ্জোহা পরিচালক (পি.পি.এন্ড.এম)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৩।	জনাব বেনু গোপাল দে অতিরিক্ত পরিচালক (পরিবেশ)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৪।	জনাব শামসুল আলম চৌধুরী অতিরিক্ত পরিচালক (নদীশাসন)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৫।	জনাব মোঃ মোবারক হোসেন অতিরিক্ত পরিচালক (সেতু)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।